সংবাদ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কুমিল্লার ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র, বিশ্বনাথ উচ্চ বিদ্যালয়

ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ স্কুল ১১৪ বছরেও সরকারি হয়নি!

সফিকুল ইসলাম, কচুয়া (চাঁদপুর)

মনোরম পরিবেশ, অভিজ্ঞ শিক্ষক দ্বারা পাঠদান কার্যক্রম, প্রতি বছরই জেএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনকসহ সরকারি করণের সকল যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলার প্রাচীন বিদ্যাপীঠ দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র বিশ্বনাথ (রা'বি) উচ্চ বিদ্যালয় ১১৪ বছরেও সরকারিকরণ হয়নি। ফলে নানাবিধ সমস্যার পাশাপাশি একালাবাসী, শিক্ষক, ছাত্র-ছাত্রী এবং অভিজ্ঞমহলে চরম ক্ষোভ ও হতাশা বিরাজ করছে। কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি উপজেলার ইলিয়টগঞ্জে অবস্থিত প্রাচীনতম, ঐতিহ্যবাহী একমাত্র বিদ্যাপীঠ ইলিয়টগঞ্জ রাজেন্দ্র, বিশ্বনাথ নামের ২ সহদোর ভাইসহ তৎকালীন হিন্দু সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরা মিলে ৪ একর ৮০ শতাংশ জমিদানসহ স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিবর্গদের সাহায্য ও সহযোগিতায় ওই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সে সময় নানা চড়াই উৎরাই পেরিয়ে বর্তমানে ২ শিফটে ওই বিদ্যালয়ে ২ হাজার ৯৫৮জন ছাত্র-ছাত্রীসহ ৫৫ জন অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মচারী রয়েছে।

১৯০৩ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর পর্যায়ক্রমে পাইলট ও কমিউনিটি স্কিমের আওতায় নেয়া হয়। এ বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান বাণিজ্য ও মানবিক শাখা রয়েছে। সুদক্ষ এবং অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকা দ্বারা শিক্ষাদানের ফলে প্রতি বছরই জেএসসি এবং এসএসসি পরীক্ষায় ছাত্র/ছাত্রীদের ফলাফল অত্যন্ত সন্তোষজনক হলেও এ বিদ্যালয়ে বহুমুখী সমস্যা রয়েছে। এ বিদ্যালয়ে বৃহৎ খেলার মাঠ রয়েছে। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিকব্যক্তি, এমপি, মন্ত্রী এবং সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বিভিন্ন সময়ে এ বিদ্যালয়ে এসে, ওই বিদ্যালয়টিকে সরকারিকরণের প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেছেন বলে স্থানীয় জনগণ অভিযোগ করেন। কিন্তু বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাদের আর স্মরণ থাকেনি। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের ক্ষোভ, সব দিক থেকে বিদ্যালয়টি প্রচুর সুনাম খ্যাতি থাকা স্বত্ত্বেও দীর্ঘ ১১৪ বছরেও এ বিদ্যালয়টি সরকারিকরন করা হয়নি। ফলে এলাকার জনগণ ও শিক্ষানুরাগীদের মাঝে চরম ক্ষোভ এবং হতাশা বিরাজ করেছে। অবিলম্বে ওই বিদ্যালয়টিকে সরকারি করনের দাবি জানাচ্ছে এলাকাবাসী। ওই বিদ্যালয়ের অভিজ্ঞ প্রধান শিক্ষক মো. সহিদুল ইসলাম জানান, এ বিদ্যালয়কে আরও গতিশীল করতে হলে লেখাপড়ার মান উন্নয়ন এবং সরকারি করনে সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। তিনি বলেন, বিদ্যালয়টি দাউদকান্দি, চান্দিনা, মুরাদনগর, দেবিদ্বার এবং চাঁদপুরের কচুয়া উপজেলার সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় বিদ্যালয়টি সরকারিকরণের দাবি রাখে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং............................
তারিখ............................
সিস্টেম এনালিস্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
স্বাক্ষর